# প্রথম সুসমাচার

## আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় ১৪-১৫পদ

আদম ও হবা যখন ঈশ্বরের কথায় অবিশ্বাস করে, শয়তানের কথা শুনে সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিল, তখন ঈশ্বর কী করেছিলেন? তিনি প্রেমময় হওয়ায় (১ যোহন ৪.৮, ১৬) তাদের এই পাপকে কি তিনি এড়িয়ে গেছিলেন? না, ঈশ্বর তা করেননি। কারণ, ***"ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁর মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই"*** (১ যোহন ১.৫)। এই কারণে, ঈশ্বর পাপী আমাদের ভালোবাসলেও, পাপকে তিনি সর্বদা ঘৃণা করে থাকেন। তাই, বাইবেল সাক্ষ্য দেয় যে, এই পাপে পতনে সরাসরি অংশগ্রহণকারী ৩ দলের প্রতি ঈশ্বর শাস্তি এবং অভিশাপ ঘোষণা করেন।

ঈশ্বর অনেক ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে এই বিশ্বমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সেই সুন্দর সৃষ্টিতে মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করে সমস্ত বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাদের প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হবার আশীর্বাদ করেছিলেন (১.২৮); আবার তাদের জন্যই সপ্তমদিনকে আশীর্বাদ করে পবিত্র করেছিলেন (২.৩)। কিন্তু এই আশীর্বাদপূর্ণ আলোকোজ্জ্বল ধরাধামে এই প্রথম অভিশাপের ঘন কালো মেঘ নেমে এল। ঈশ্বর সাপকে (৩.১৪) অভিশাপ দিলেন; এবং আদমের পাপের জন্য ঈশ্বর মাটিকেও (৩.১৭) অভিশাপ দিলেন। কিন্তু, আদম ও হবার প্রতি ঈশ্বর শাস্তি বা বিচার ঘোষণা করলেও, অভিশাপ দেননি। আজ আমরা সাপের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপকে (১৪ ও ১৫ পদ) চিন্তা করব।

মানুষের পাপে পতনে যেহেতু সাপ শয়তানের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল, তাই ঈশ্বরের অভিশাপ সাপের উপর নেমে আসে। এর দ্বারা মানুষের প্রথম পাপের প্রতি ঈশ্বরের অসন্তোষ এবং ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বর সমস্ত গ্রাম্য ও বন্য পশুদের মধ্যে সাপকে সব থেকে বেশি শাপগ্রস্ত করলেন -- "তুমি বুকে হাঁটবে ও সারাজীবন ধূলো খাবে।" এইভাবে পৃথিবীতে প্রথম পাপের পর ঈশ্বর যেহেতু সাপকে "বুকে হাঁটার" অভিশাপ দেন, অনেকে মনে করেন যে, এর আগে সাপ অন্য পদ্ধতিতে যাতায়াত করত। অবশ্য, সবাই এর পক্ষে নন; যারা এর বিরোধিতা করেন, তারা এই অভিশাপের মধ্যে আদিপুস্তক ৯.১৩ পদে মেঘধনুর সঙ্গে মিল দেখতে পান -- নতুন অস্তিত্ব নয়, নতুন তাৎপর্য প্রদান। "ধূলো খাওয়ার" দ্বারা সাপের খাদ্যের কথা নয়; কিন্তু বুকে হাঁটার সময় তার মুখে ধূলো ঢোকা যে অনিবার্য, তা প্রকাশ করা হয়েছে। আবার "ধূলো খাওয়ার" দ্বারা সাপকে পরাজিত শত্রু হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে। গীত ৭২.৯, যিশাইয় ৪৯.২৩ এবং মীখা ৭.১৭ পদে "ধূলো খাওয়াকে" পরাজিত শত্রুর অবনত আকারকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৫ পদ যদিও সাপের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপের বর্ণনা, কিন্তু এর মধ্যে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ তথা ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে। ১৫ পদকে প্রথম সুসমাচার বা সুসমাচারের মাতৃ-প্রতিজ্ঞা *(Protevangelium)* বলা হয়ে থাকে। এই পদটি আমাদের কাছে অন্ধকার, হতাশা ও যন্ত্রণার কালো মেঘের আকাশে সকালের সূর্য হিসাবে উদিত হয়েছে। এই পদের কথাগুলি সাপের পেছনে দিয়াবল বা শয়তানের অস্তিত্বকে নির্দেশ করে (রোমীয় ১৬.২০; প্রকাশিত বাক্য ১২.৯; ২০.২)। তাই, এই পদে ঈশ্বর শয়তান বা দিয়াবলের প্রতি যে অভিশাপ দিয়েছেন, তা মানুষ আমাদের কাছে আশার আলো জাগিয়েছে।

"আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও নারীর বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব"-- নারী যখন সাপের পরামর্শ শুনে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিল, তখন সে দিয়াবলের সঙ্গে বন্ধুত্বের হাত মিলিয়েছিল। তাই, ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শন করে সেই বন্ধুত্বকে শত্রুতায় রূপান্তরিত করলেন। এর দ্বারা ঈশ্বর নারীকে এমন কথা বলতে চাইলেন, "তুমি যদিও নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছ, আমি কিন্তু তোমার প্রতি ক্রমশ আমার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে রাখব। আমি তোমার পক্ষ হয়ে তোমাকে সাহায্য করব।" অর্থাৎ, আমাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম

প্রতিক্রিয়া হল "অনুগ্রহের প্রতিক্রিয়া।"

"তোমার বংশ ও নারীর বংশকে' উল্লেখ করার দ্বারা নারী ও সাপের (বা দিয়াবল, যে সাপের পেছনে আছে) মধ্যে ভবিষ্যতে এই শত্রুতার ক্রমশ উপস্থিতিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখন, "তোমার বংশ" কথার দ্বারা আক্ষরিক অর্থে "সাপের বাচ্চাকে" বা সরীসৃপ প্রজাতিকে নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু এর দ্বারা সেই সমস্ত মানুষকে নির্দেশ করা হয়েছে, যারা এই সাপের মত, শয়তানের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে শয়তানের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য, যোহন বাপ্তাইজক ও যীশু ভণ্ড ধর্মীয় নেতাদের "দিয়াবলের সন্তান" (মথি ৩.৭-১০; ১২.৩৪;২৩.১৫, ২৮, ৩৩) আখ্যা দিয়েছিলেন;স্বয়ং যীশু ফরীশীদের উদ্দেশে এমন কথা বলেছিলেন, "তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা" (যোহন ৮.৪৪)। অন্যদিকে, "নারীর বংশ" কথার দ্বারা "নারীর বংশধর হিসাবে জন্মগ্রহণ করে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করবে" এমন মানুষদের নির্দেশ করা হয়েছে। এর দ্বারা, সাপ ও নারীর মধ্যের এই শত্রুতাকে দুই দলের মানুষের মধ্যে শত্রুতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাস এই দুই দলের মানুষের মধ্যে, বা শয়তানের সন্তান ও ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে সংগ্রামের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এরই ফলস্বরূপ, আদি ৪ অধ্যায়ে কয়িন হেবলকে হত্যা করবে। একইভাবে, ইস্রায়েলের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে, ভাক্ত ভাববাদীরা সত্য ভাববাদীদের বিরোধিতা করবে। একটি সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে -- শয়তান যেমন নিজের প্রকৃত আকারকে লুকিয়ে রেখে সাপের বেশে নারীকে বিপথে পরিচালিত করেছিল, আজও একইভাবে শয়তান "মেষের বেশে," নিজের সত্য চেহারাকে লুকিয়ে রেখে ঈশ্বরের সন্তানদের বিপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে (মথি ৭.১৩-১৫; প্রেরিত ২০.২৮-৩১)। তাই, এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষপরিণতিখ্রীস্ট ও খ্রীস্টারির মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের দ্বারা সাধিত হবে (১ থিষলনিকীয় ২; প্রকাশিত বাক্য ১৩)।

"সে (নারীর বংশধর হয়ে, একজন আসবেন) তোমার (দিয়াবল, যে সাপের পেছনে কাজ করে চলেছে) মস্তক চূর্ণ করবে") দুই-দলের মানুষদের (বহুবচন) মধ্যে শত্রুতা দুই ব্যক্তির (একবচন) মধ্যে সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ, নারীর বংশধর হয়ে যিনি আসবেন, তিনি শয়তান বা দিয়াবলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করবেন। যদিও আদম ও হবার পক্ষে এই প্রতিজ্ঞার অর্থ সম্পূর্ণভাবে ও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা কঠিন ছিল, কিন্তু শাস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ থেকে, এ কথা আমাদের কাছে খুবই সুস্পষ্ট যে, এইভাবে শয়তানকে যিনি পরাস্ত করবেন, তিনি যীশু খ্রীস্ট ছাড়া আর কেউ নন। অর্থাৎ, বাইবেলের প্রথম পুস্তকের ৩ অধ্যায়ে আগত পরিত্রাতার আগাম প্রতিজ্ঞা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

**"তুমি তাঁহার পাদমূল চূর্ণ করবে"** --- অর্থাৎ, দিয়াবল, যে সাপের পেছনে কাজ করে চলেছে, নারীর বংশধর হয়ে আগত পরিত্রাতার পাদমূল চূর্ণ করবে। এখানে আমরা একটি উপমা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সাপকে মারতে একজন সাপের মাথাকে পা দিয়ে চাপা দিয়েছে;এবং এই কাজ করার সময় সাপ তার পায়ে ছোবল মেরেছে। এর দ্বারা বলা হচ্ছে যে, আগত পরিত্রাতা শয়তানের উপর জয়লাভ করতে গিয়ে দুঃখস্বীকার করলেও (দুঃখভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু);কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করবেন। ক্রুশে, একদিকে যখন শয়তান খ্রীস্টের পাদমূল চূর্ণ করেছে;কিন্তু অন্যদিকে, খ্রীস্ট ক্রুশের উপর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা শয়তানের মস্তক চূর্ণ করেছেন বা চূড়ান্ত জয়লাভ করেছেন (ইফিষীয় ১.১৭-২৩;কলসীয় ২.১৪-১৫)।

অর্থাৎ, ১৫ পদে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মহানুগ্রহ সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। এই পদটি যদিও সাপ তথা শয়তানের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপকে বর্ণনা করে, কিন্তু এর দ্বারা প্রথম পিতা-মাতার দ্বারা পাপে পতিত মানুষ আমাদের পাপ থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা বীজের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাইবেলের অবশিষ্টাংশে ঈশ্বরের এই মহান পরিকল্পনা বা প্রতিজ্ঞা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে।

এর থেকে বিশ্বাসী আমরা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের

ভালোবাসা ও দয়ার গভীরতা অনুভব করি। যিনি নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছিলেন, আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন যিনি যত্নসহকারে পূরণ করেছিলেন। আমরা তাঁকে অবহেলা করেছি, অপমাণিত করেছি, যখন তাঁকে বিশ্বস না করে, ক্ষণিকের মোহে আমাদের প্রধান শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। এমন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর আমাদের অভিশাপ দিতে পারতেন বা শেষদিনে বিচারের জন্য রেখে দিতে পারতেন, যেমন তিনি পতিত স্বর্গদূতদের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন (যিহূদা ৬)। কিন্তু ঈশ্বর তা করেননি; পরিবর্তে, মানুষের পাপে পতনে শয়তানের হাতকে স্মরণ করে, তিনি আমাদের প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন এবং তার দ্বারা আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর কেবল পরিকল্পনা করেই ক্ষান্ত হননি, বা মিথ্যা আশ্বাসবাক্য শুনাননি;কিন্তু বাস্তবে তা পূর্ণ করেছেন। বাইবেল বলে, "কাল সম্পূর্ণ হলে ঈশ্বর নিজের কাছ থেকে নিজের পুত্রকে প্রেরণ করলেন; তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জাত হলেন, যেন তিনি মূল্য দিয়ে ব্যবস্থার অধীন লোকদের মুক্ত করেন" (গালাতীয় ৪.৪)। যীশু খ্রীস্ট ঈশ্বর হয়েও, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা হয়েও , স্বর্গ তাঁর সিংহাসন হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের রক্ষা করতে পিতার পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞা অনুসারে মানুষ হয়ে, নারীর বংশধর হয়ে, সৃষ্টবস্তু হয়ে এই পৃথিবীতে আসলেন। সাড়ে ৩৩ বৎসরের জীবনে মানুষের সমস্ত সুখ ও দুঃখের ভাগী হলেন (ইব্রীয় ৪.১৪-১৫; ৫.৮-৯)।

এদোন উদ্যান থেকে ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তানদের মধ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে, তা আজও একইভাবে প্রবাহমান। বিশ্বাসী আমরা পদে পদে দিয়াবলের পরীক্ষা ও প্রলোভনের মোকাবিলা করে চলেছি। কিন্তু হতাশ হবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে ক্রুশের উপর দিয়াবলের মস্তক চূর্ণ করেছেন। দিয়াবলের মস্তক চূর্ণ হয়েছে, সে খ্রীস্টের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে; কিন্তু সে এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, সে এখনও তার মিথ্যা হুংকারে বিশ্বাসীদের পথভ্রান্ত করতে চাইছে( ১ পিতর ৫.৮)। কিন্তু তার এই হুংকার চিরকাল থাকবে না। যে খ্রীস্ট তার মস্তক চূর্ণ করেছেন, তিনিই শেষ বিচারে তাকে গন্ধক কময় অগ্নিহ্রদে নিক্ষেপ করেবন ( প্রকাশিত বাক্য ১৯.২০)।

যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই। জগৎ আমাদের ঘৃণা করে, কারণ জগৎ যীশুকে ঘৃণা করেছিল (যোহন ১৫.১৮-২০)। কিন্তু আমাদের অনন্ত গন্তব্যস্থান জগৎ নির্ধারণ করতে পারে না। যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা তাঁর অনন্ত স্বর্গপূরীর প্রজা হই। সেই যীশুকে যদি আমরা বিশ্বাস করে থাকি, আসুন, শাস্ত্র-পাঠের দ্বারা আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা কী, তা জানি এবং প্রার্থনায় শক্তি লাভ করে সেই ইচ্ছা পালন করি। যীশুকে যদি এখনও বিশ্বাস না করে থাকি, তাহলে, আমরা এখনও অবাধ্যতার সন্তান হিসাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিরোধ করে চলেছি। প্রভু তাঁর সত্যের আত্মা দ্বারা আমাদের হৃদয় খুলে দিন, যেন আমরা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ উপলব্ধি করতে পারি। অন্ধ কার ত্যাগ করে যীশু খ্রীস্টের আলো দেখতে পাই (২ করি ৪.৪-৬)।

প্রভু আমাদের অন্তঃদৃষ্টি দাও, যেন আমরা তোমার সন্তানদের চিনতে পারি। জগৎ বা শয়তান যখন ছদ্মবেশে আমাদের বিপথে পরিচালিত করতে চায়, তখন যেন আমরা তাদের ফল দেখে তাদের চিনতে পারি, এই আশীর্বাদ কর। পবিত্র আত্মা, তুমি আমাদের তোমার আত্মার পরিচালনা দাও, যেন আমরা তোমার শক্তিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা সকল পালন করতে পারি।